বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন করে এমপিওভুক্তির আগে যতটা অস্বস্তিতে ছিল শিক্ষা প্রশাসন, এমপিওভুক্তির পরে তা বহুগুণে বেড়েছে। একদিকে সরকারদলীয় জনপ্রতিনিধিরা মনোক্ষুণ্ন, অন্যদিকে এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়ায় ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে সমালোচনায় পড়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীলরা।

এমপিওবঞ্চিত শিক্ষকদের অভিযোগ, এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রায় দেড় বছরেও যাচাই-বাছাইয়ে ত্রুটিমুক্ত তালিকা তৈরি করতে পারেনি কমিটিগুলো। ফলে আদেশ পরও এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফের যাচাইয়ে নতুন কমিটি করতে হয়েছে মন্ত্রণালয়কে, উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে নীতিমালা সংশোধনেরও। তাই এমপিও ঘোষণার আগে নীতিমালা সংশোধন না করে এখন তা সংশোধনের উদ্যোগ কেন নেওয়া হয়েছে সেটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা।

নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ গোলাম মাহমুদুন্নবী ডলার বলেন, নীতিমালা সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হলো, কিন্তু শতশত শিক্ষকদের ভাগ্য পুড়িয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নিল। অথচ এমপিওভুক্তির ঘোষণা দেওয়ার আগেই নীতিমালা সংশোধনের দাবি ছিল।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, বিএনপি-জামায়াত নেতাদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি নিয়ে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। মন্ত্রিসভার সদস্য ও সরকারদলীয় এমপিদের অনেকেই এ নিয়ে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সমালোচনা করছেন। এরই মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ তালিকা প্রণয়নে জড়িত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বদলিও করা হয়েছে। ফলে এ নিয়ে বেশ অস্বস্তিতে আছেন তারা।

এর মধ্যেই গত মঙ্গলবার নতুন করে আরও ছয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির আদেশ জারি করেছে মন্ত্রণালয়। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উচ্চবিদ্যালয়, মহেশপুর উপজেলার শেখ হাসিনা পদ্মপুকুর ডিগ্রি কলেজ, খুলনার দিঘলীয়া উপজেলার আলহাজ্ব মোল্যা জালাল উদ্দিন কলেজ, কুমিল্লার হোমনা উপজেলার রেহানা মজিদ মহিলা কলেজ এবং যশোর সদর উপজেলার ইছালি মডেল কলেজ। এর আগে গত ২৩ অক্টোবর এক আদেশে সারাদেশের ২ হাজার ৭৩০টি নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির তালিকা প্রকাশ করা হয়। তবে এ তালিকার বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো দেউলমুড়া এনআর টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, দেউলমুড়া জিআর মডেল বালিকা বিদ্যালয়, দেউলমুড়া জিআর বালিকা বিদ্যালয় (সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স), সন্দেহদীঘি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শাহজালাল কলেজ, আলহাজ ঝুনু মিয়া উচ্চবিদ্যালয়, সামরি উদ্দীন প্রধান মাদ্রাসা, হিলফুলফুজুল টেকনিক্যাল ও বিএম কলেজ, নেত্রকোনার হিলফুলফুজুল দাখিল মাদ্রাসা, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন হাইস্কুল, শহীদ জিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা, শহীদ জিয়াউর রহমান গার্লস হাইস্কুল, শহীদ জিয়াউর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এম সাইদুর রহমান টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ, শহীদ জিয়াউর রহমান মহাবিদ্যালয়, প্যালেস্টাইন টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মশিউর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দিপাইত শামছুল হক ডিগ্রি কলেজ, নতুনহাট টেকনিক্যাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, পঞ্চগড় বিসিক নগর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, পঞ্চগ্রাম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নরসিংদী আইডিয়াল কলেজ এবং নরসিংদী বিজ্ঞান কলেজ ইত্যাদি। অনুসন্ধানে দেখা যায়, এসব প্রতিষ্ঠানের কোনটি সাইনবোর্ড সর্বস্ব, কোনটি অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতিবিহীন, কোনটি ভাড়াবাড়িতে পরিচালিত হচ্ছে। আবার এই তালিকায় একই দম্পতির মালিকানাধীন তিন প্রতিষ্ঠানের নামও এসেছে।

এ প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি জানিয়েছেন, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়নি, আবার বাদও দেওয়া হয়নি। এমপিওভুক্তির একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা করেছে সরকার। এর মানদ-ের ভিত্তিতেই এমপিওভুক্তি করা হয়েছে। নীতিমালার ভিত্তিতে যোগ্যতা সম্পন্ন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, এমপিওভুক্তিতে যত অভিযোগ, ত্রুটি-বিচ্যুতি হোক সেটা কমিটির প্রতিবেদনের পর যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আগে এমপিওভুক্তির আদেশেও শর্তজুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সঠিক না হলে এমপিও সুবিধা পাবে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এদিকে নতুন এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি যাচাইয়ে সাত সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ। এমপিওভুক্তির আগেও যাচাই-বাছাই কমিটি দায়িত্ব পালন করেছিল। কিন্তু এমপিওভুক্তির পর কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য বিভ্রান্তি নজরে পড়ে শিক্ষা প্রশাসনের। এ ছাড়া এমপিও নীতিমালা ও জনবল কাঠামো সংশোধনের লক্ষ্যে ১০ সদস্যের কমিটিও গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আগামী এক মাসের মধ্যে এ নীতিমালা সংশোধনের সুপারিশ করবে কমিটি।

advertisement